কৃষিই সমৃদ্ধি

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০

তারিখ : ৭ জানুয়ারি ২০১৬ স্থান : ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন আয়োজনে : কৃষি মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২৪ পৌষ ১৪২২
০৭ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে এটি একটি শুভ উদ্যোগ। 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০' প্রাপ্ত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উৎস। এ দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে কৃষিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোট একটি ভূখণ্ডের সীমিত আবাদযোগ্য জমি দিয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জনসংখ্যার দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। জনবহুল এ দেশের মানুষের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন হচ্ছে। কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী এবং কৃষি সম্প্রসারণকর্মীসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং সময়োপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি খাতের সফলতাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে আমরা উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছি। 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০' প্রদানের মাধ্যমে কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' এ দেশের কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলকে আগামী দিনগুলোতে কৃষির উন্নয়নে আরো অবদান রাখতে উজ্জীবিত করবে বলে আমি মনে করি।

'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে অব্যাহত প্রণোদনা দিয়ে যাবে– এ প্রত্যাশা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

আনোয়ার ফারুক, (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন আজ বিশ্ব নন্দিত। কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রে ফসল, মৎস্য, পশুপালন, ফল, শাকসবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ অর্জন করেছে অভাবনীয় সাফল্য। বাংলাদেশ আজ শুধু খাদ্যে স্বয়ংস্পূর্ণতাই অর্জন করেনি প্রথমবারের মতো চাল রপ্তানি শুরু করেছে। তলাবিহীন বাংলাদেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্ত বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) ২০১৫ সনের তথ্য মতে, বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বের ৪র্থ, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আম উৎপাদনে ৭ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম, মিষ্টি পানির মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং আলু উৎপাদনে ৭ম স্থানে আছে। কৃষিতে বাংলাদেশের এ সাফল্যের পেছনে আছে সরকারের কৃষিবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম, গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রচেষ্টা, সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের উদ্যোগ এবং সর্বোপরি এ দেশের কৃষকের নিরলস প্রচেষ্টা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ হলো কৃষি। তাই তিনি কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়তে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বীজ, সার এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতা কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের গুরুত্ব বিবেচনা করে কৃষি কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে "বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল" গঠন করেছিলেন। জাতির পিতার এ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত আমাদের কৃষিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর এ মহতী উদ্যোগে ছন্দ পতন ঘটে। ১৯৭৬ সালে LXXXVIII নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে পূর্বের আদেশ বাতিল করে "The President's Agricultural Development Award" যা বাংলায় "রাষ্ট্রপতি কৃষি উন্নয়ন পুরস্কার" করা হয়। অতঃপর ০৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে ১৯ নং আইনের মাধ্যমে সংশোধনী আনয়নপূর্বক "রাষ্ট্রপতি পুরস্কার তহবিল অধ্যাদেশ ১৯৭৬" এর পরিবর্তে "বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল" গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ০১ ডিসেম্বর ২০০২ সনের ৩৪ নং আইন দ্বারা "বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল" সংশোধন করে "জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল" করা হয়। সর্বশেষ ০৯ জুলাই ২০০৯ সালে ৩৯ নং আইনের মাধ্যমে "জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল" সংশোধন করে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল" পুনরায় প্রবর্তন করা হয়; যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল" অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করার জন্য প্রেরিত প্রস্তাবে মন্ত্রিপরিষদের গত ২৩/১১/২০১৫ তারিখের সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৫" খসড়া মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদন করে, যা আইনে পরিণত করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা : বিগত ১৪১৯ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ২০১৩) পর্যন্ত ৪১ বছরে মোট ২০ বার এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। যার মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম পর্যায়ে ১৯৯৬-২০০০ পর্যন্ত সময়ে ৪ বার এবং ২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ৪ বার মোট ৮ বার এ পুরস্কার প্রদান করে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৭৭ জনকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে স্বর্ণ পদক ৫৫টি, রৌপ্য পদক ৩৩০টি এবং ব্রোঞ্জ পদক ৫৯২টি। গত ১৪২০ বঙ্গাব্দের জন্য মোট ৩২ জনকে এ পুরস্কার দেয়া হবে; যার মধ্যে স্বর্ণ ৫টি, রৌপ্য ৯টি এবং ব্রোঞ্চ পদক ১৮টি।

পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্র : কৃষি উন্নয়নে ১০টি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। (১) কৃষি গবেষণায়, (২) কৃষি সম্প্রসারণে, (৩) প্রাতিষ্ঠানিক/সমবায়/কৃষক পর্যায়ে উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপন, (৪) কৃষি উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিসহ উদ্বুদ্ধকরণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজ, (৫) পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন/ব্যবহার, (৬) কৃষিতে মহিলাদের অবদান, (৭) বাণিজ্যিক ভিত্তিক খামার স্থাপন, (৮) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন, (৯) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি এবং (১০) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ।

পদক প্রদান : সর্বোচ্চ ৩২টি পদক দেয়ার সাধারণ নিয়ম রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি স্বর্ণ (প্রতিটি ২৫ গ্রাম ওজনের ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের পদক, নগদ ২৫,০০০/- টাকা ও একটি সনদ), ৯টি রৌপ্য (প্রতিটি ২৫ গ্রাম ওজনের রৌপ্য পদক, নগদ ১৫,০০০/- টাকা ও একটি সনদ) এবং ১৮টি ব্রোঞ্জ (একটি ব্রোঞ্জ পদক, নগদ ৭,৫০০/- টাকা ও একটি সনদ)।

পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়া : বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদানের জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে সভাপতি করে ২০০৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল ট্রাস্ট বোর্ড' গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– যথাক্রমে মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; বিচারপতি মো: আব্দুর রশিদ, আইন কমিশন; জনাব আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন; মাননীয় সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-৩; জনাব আব্দুল মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, বগুড়া-১; ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সদস্য সচিব হিসেবে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। ট্রাস্টি বোর্ড জাতীয় সংসদ সদস্য, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সব কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মনোনয়ন আহ্বান করে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক যাচাই বাছাইয়ের পর ট্রাস্টি বোর্ড চূড়ান্ত বাছাই করে।

কৃষি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করতে জাতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পুরস্কার জাতীয় পর্যায়ের এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কারের সাথে জাতির পিতাকে উৎসর্গ করে পুরস্কারকে আরো মহিমান্বিত করেছে। বাংলাদেশের কৃষি আজ যে পর্যায়ের এসেছে এখন প্রয়োজন তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা এবং দূরদর্শিতা আগামী দিনে কৃষিকে উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত করবে এবং তারই ধারাবাহিকতায় কৃষির উন্নয়নে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৪ পৌষ ১৪২২
৭ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

কৃষিতে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২০' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে কৃষি খাতের উন্নয়নের যে ধারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরু করেছিলেন, আমরা তা অনুসরণ করে কৃষির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছি। বঙ্গবন্ধু কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃষিকে লাভজনক করতে জাতির পিতা সুলভমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতেই জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেছিলেন।

জাতির পিতার স্বপ্ন সফল করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষির ধারবাহিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আমরা নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। বাংলার সংগ্রামী কৃষককুল, কৃষিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আপামর জনগণের অংশগ্রহণে বর্তমান সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলেই দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগত সাফল্যের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা অপরিসীম। কৃষিতে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞানভিত্তিক লাগসই প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ আগামী দিনের খাদ্যনিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে সহায়ক হবে।

কৃষিতে ইতোমধ্যে সূচিত এ অগ্রযাত্রাকে আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজন কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা। আমি মনে করি বাংলাদেশের কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, বিজ্ঞানী-গবেষক এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষি উৎপাদনে আমরা বিশ্বে খুব শিগগিরই একটি উদাহরণ হিসেবে পরিণত হব।

আজ যাঁরা পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে আরও বেশি উদ্যোগী ও মনোযোগী হবেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখবেন– এ প্রত্যাশা করছি।

আমি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২০' এর সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে কৃষিকে উন্নতির অন্যতম প্রধান উপাদান বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের অভিযাত্রায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় উন্নয়নে কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবছরের মতো এবারও কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'** দিতে যাচ্ছেন।

বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়েছে। অধিকন্তু, ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষিতে নতুন নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র, পরিবেশ সম্মত উৎপাদন পদ্ধতি, খামার যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে সংগতিপূর্ণ উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি হতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো, কৃষিজ পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণপূর্বক, খোরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কৃষক, কৃষিকর্মী, সম্প্রসারণবিদ ও বিজ্ঞানীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের কাজের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানে **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'** গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সরকারের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং কৃষি উন্নয়নে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'** পেয়েছেন; আমি তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী, এমপি)

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি খাত অন্যতম অবদান রেখে যাচ্ছে। এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমার বিশ্বাস। এ পুরস্কার ফসল ও বনসম্পদের পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিজ্ঞানী ও কর্মীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্মউদ্দীপনা বাড়াতে বলিষ্ঠভাবে সহায়তা করছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে অবদান রেখেছে তাদেরকেও **'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'** এর মাধ্যমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে এ পুরস্কার প্রদান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০' বিজয়ী কৃষক, কৃষিকর্মী এবং বিশেষ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশ গঠনে তাদের সাফল্য সকলকে অনুপ্রাণিত করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি)

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করে জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা বিধানসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য নিরাপদ আবাস নিশ্চিত করতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার পূরণে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে **"বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার"** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কৃষিবিজ্ঞানী ও গবেষকগণ প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল বিভিন্ন জাতের শস্য ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং উন্নয়নে সমন্বিতভাবে অবদান রাখছেন। এছাড়া সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলা ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে। তাঁদের এ উদ্যোগকে **"বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার"** প্রদানের মাধ্যমে আরও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

যাঁরা **"বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০"** এ ভূষিত হচ্ছেন তাঁদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এ উদ্যোগ গ্রহণ করায় কৃষি মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। সদ্য স্বাধীন দেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও ১৪২০ বঙ্গাব্দে কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ৩২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি যাঁরা পেলেন তার মধ্যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪টি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ২৮ জন। পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে যেমন রয়েছেন কৃষক-কৃষাণী, তেমন রয়েছেন গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁদেরকে অভিনন্দন। অভিনন্দন তাঁদেরকেও যাঁরা পুরস্কৃত হননি, কিন্তু কৃষির উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস আমাদেরকে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে, কৃষকদের মুখে হাসি ফুটাতে সহায়তা করবে। যা ছিল বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক কামনা।

(শ্যামল কান্তি ঘোষ)

ডিজাইন : কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
www.ais.gov.bd ফোন: ৮৮০-২-৯১১২২৬০
dirais@ais.gov.bd ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১১৬৭৬৮